بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ

খণ্ড 1

গ্রাহক চাঁদা

বাৎসরিক ৩০০ টাকা

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

The Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 24

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 18 আগষ্ট, 2016 18 যাহুর,1395 হিজরী শামসী 14 যুল কাদা 1437 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যেদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

কুরআন শরীফ বহু স্থানে পরিপূর্ণ তওহীদকে রসূলের অনুবর্তিতার সহিত সম্পৃক্ত করিয়াছে। কেননা, পরিপূর্ণ তওহীদ এক নতুন জীবন এবং ইহা ছাড়া নাজাত লাভ করা সম্ভব নহে যতক্ষণ পর্যন্ত না খোদার রসূলের আজ্ঞানুবর্তী হইয়া স্বীয় হীন জীবনের উপর মৃত্যু আনয়ন করা হইবে।

তওহীদের তাৎপর্য এইরূপ যেরূপে আকাশের মানুষ মিথ্যা উপাস্য হইতে হাত গুটাইয়া নেয়, অর্থাৎ প্রতিমা বা মানুষ বা সূর্য-চন্দ্র, প্রভৃতির পূজা হইতে পৃথক হইয়া যায়, তদ্রূপেই প্রবৃত্তির মিথ্যা উপাস্যগুলিকে পরিত্যাগ করে। অর্থাৎ সে নিজের আধ্যাত্মিক ও দৈহিক শক্তিসমূহের উপর ভরসা করা হইতে এবং উহাদের মাধ্যমে অহংকারের বিপদে পতিত হওয়া হইতে নিজেকে রক্ষা করে।

বাণী ঃ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)

এতদ্ব্যতীত আমি বর্ণনা করিয়াছি যে, নাজাত লাভের জন্য খোদা তা'লার অস্তিত্বের উপর মানুষের পরিপূর্ণ বিশ্বাস সৃষ্টি হওয়া জরুরী। কেবল বিশ্বাসীই নহে, বরং অনুবর্তিতার জন্যও তাহার বদ্ধপরিকর হইয়া যাওয়া উচিত এবং তাঁহার সন্তুষ্টির পথসমূহ সনাক্ত করা উচিত। যখন হইতে পৃথিবী সৃষ্টি হইয়াছে তখন হইতে এই দুইটি বিষয় কেবল খোদা তা'লার রসূলগণের মাধ্যমেই অর্জিত হইয়া আসিতেছে। এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি তওহীদে বিশ্বাসী, কিন্তু সে খোদা তা'লার রসূলের উপর ঈমান না আনা সত্ত্বেও নাজাত পাইয়া যাইবে- ইহা বাজে ধারণা। হে জ্ঞানান্ধ নির্বোধেরা! রসূলের মাধ্যম ছাড়া তওহীদ কবে লাভ করা গিয়াছে? উহার দৃষ্টান্ত তো এইরূপ যেমন এক ব্যক্তি দিনের আলোকে ঘৃণা করে এবং উহার নিকট হইতে পালাইয়া বেড়ায়, তারপর বলে, আমার জন্য সূর্যই যথেষ্ট, দিনেরর কি প্রয়োজন? ঐ নির্বোধ জানে না যে,সূর্য কি কখনো দিন হইতে পৃথক হইতে পারে? আফসোস, এই সকল নির্বোধ বুঝে না যে, খোদা তা'লার সত্তার গোপন হইতে গোপনতর, অদৃশ্য হইতে অদৃশ্যতর এবং পর্দার অন্তরাল হইতে অন্তরালতর। কোন জ্ঞান তাঁহাকে খুঁজিয়া পায় না, যেমন তিনি নিজেই বলেন, لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ (সূরা আল্ আনআমঃ আয়াত-১০৪)। অর্থাৎ চোখের দৃষ্টি ও অন্তরের দৃষ্টি তাঁহাকে পাইতে পারে না। আল্লাহ তাহাদের শেষ সীমা সম্পর্কে অবহিত আছেন এবং তিনি তাহাদের উপর প্রাধান্য বিস্তারকারী। অতএব তাঁহার তওহীদ কেবলমাত্র বুদ্ধির দ্বারা লাভ করা অসম্ভব। কেননা, তওহীদের তাৎপর্য এইরূপ যেরূপে আকাশের মানুষ মিথ্যা উপাস্য হইতে হাত গুটাইয়া নেয়, অর্থাৎ প্রতিমা বা মানুষ বা সূর্য-চন্দ্র, প্রভৃতির পূজা হইতে পৃথক হইয়া যায়, তদ্রূপেই প্রবৃত্তির মিথ্যা উপাস্যগুলিকে পরিত্যাগ করে। অর্থাৎ সে নিজের আধ্যাত্মিক ও দৈহিক শক্তিসমূহের উপর ভরসা করা হইতে এবং উহাদের মাধ্যমে অহংকারের বিপদে পতিত হওয়া হইতে নিজেকে রক্ষা করে। অতএব এমতাবস্থায় ইহায় সুস্পষ্ট যে, আমিত্ব পরিহার এবং রসুলের আঁচল ধরা ছাড়া পরিপূর্ণ তওহীদ লাভ করা সম্ভব নহে।

যে- ব্যক্তি নিজের কোন শক্তিকে সৃষ্টিকর্তার শরীক সাব্যস্ত করে তাহাকে কিভাবে একেশ্বরবাদী বলা যাইতে পারে। এই কারণেই কুরআন শরীফ বহু স্থানে পরিপূর্ণ তওহীদকে রসূলের অনুবর্তিতার সহিত সম্পৃক্ত করিয়াছে। কেননা, পরিপূর্ণ তওহীদ এক নতুন জীবন এবং ইহা ছাড়া নাজাত লাভ করা সম্ভব নহে যতক্ষণ পর্যন্ত না খোদার রসূলের আজ্ঞানুবর্তী হইয়া স্বীয় হীন জীবনের উপর মৃত্যু আনয়ন করা হইবে। ইহা ব্যতীত এই সকল নির্বোধের কথা অনুযায়ী কুরআন শরীফে নিশ্চিতভাবে ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকিবে। কেননা, একদিকে তাহারা বারবার বলিতেছে যে, রসূলের মাধ্যম ছাড়া না তওহীদ লাভ করা সম্ভব আর না নাজাত লাভ করা সম্ভব, অন্যদিকে তাহারা যেন বলিতেছে যে, লাভ করা যাইতে পারে। পক্ষান্তরে তওহীদ ও নাজাতের সূর্য এবং ইহার প্রকাশকারী কেবল রসূলই হইয়া থাকেন। তাঁহার জ্যোতিতেই তওহীদ প্রকাশিত হয়। অত্এব এইরূপ ত্রুটি-বিচ্যুতি খোদার কালামের (কথার) প্রতি আরোপিত হইতে পারে না।

এই সকল নির্বোধের বড় ভ্রান্তি এই যে, তাহারা তওহীদের তাৎপর্য একেবারেই বুঝে নাই। তওহীদ একটি জ্যোতিঃ, যাহা জাগতিক উপাস্যসমূহকে পরিত্যাগ করার পর হৃদয়ে সৃষ্টি হয় এবং সত্তার রন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইয়া যায়। অতএব উহা খোদা ও রসূলের মাধ্যম ছাড়া নিজ শক্তিতে কীভাবে লাভ করা যাইতে পারে? মানুষের কাজ কেবল এই যে, সে নিজ আমিত্বের উপর মৃত্যু আনয়ন করিবে। এই শয়তানী অহংকার পরিত্যাগ করিবে যে, আমি একজন জ্ঞানী-গুণী বরং নিজেকে এক অজ্ঞের ন্যায় মনে করিবে এবং দোয়ায় নিয়োজিত থাকিবে। তাহা হইলে তওহীদের জ্যোতিঃ খোদার তরফ হইতে তাহার উপর অবতীর্ণ হইবে এবং তাহাকে এক নতুন জীবন দান করা হইবে।

অবশেষে আমি ইহা বর্ণনা করাও জরুরী মনে করি যে, যদি আমরা আপাততঃ ধরিয়া লই যে, 'আল্লাহ' শব্দটি একটি সাধারণ অর্থে প্রযোজ্য, যাহার অনুবাদ 'খোদা' এবং ঐ সকল বিষয় উপেক্ষা করিয়া যাহা কুরআন শরীফ পর্যবেক্ষণ করিলে জান যায়, অর্থাৎ আল্লাহ শব্দটিতে ইহা অন্তর্ভুক্ত আছে যে, তিনি ঐ সত্তা যিনি কুরআন শরীফ অবতীর্ণ করিয়াছেন, তবুও এই আয়াত বিরুদ্ধবাদীদের কোন উপকারে আসিতে পারে না। কেননা, ইহার অর্থ এই নহে যে, কেবল আল্লাহ তা'লাকে মানা নাজাতের জন্য যথেষ্ট। বরং ইহার অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ উপর ঈমান আনিবে, যাহা খোদা তা'লার সর্বশ্রেষ্ঠ নাম এবং যাহা হযরতে ইজ্জত (সম্মানিত খোদার) পর্ণাঙ্গীন গুণাবলীর সমষ্টিগত আকর, তিনি তাহাকে বিনষ্ট করিবেন না এবং ক্রমান্বয়ে তাহাকে ইসলামের দিকে লইয়া আসিবেন। কেননা, একটি সত্যতা অন্য একটি সত্যতায় প্রবেশ করার করার জন্য সাহায্য করে। আল্লাহ তা'লার উপর খাঁটি ঈমান আনয়নকারীরা অবশেষে সত্য পাইয়া থাকে।

(হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন-২২তম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৪৭-১৪৯)

১২২তম জলসা সালানা কাদিয়ান (জলসা সূচনার ১২৫ তম বছর)

সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মো'মিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) ২৬, ২৭ ও ২৮ শে ডিসেম্বর ২০১৬-য় অনুষ্ঠেয় ১২২তম জলসা সালানা আয়োজনের মঞ্জুরি প্রদান করেছেন। জামাতের সদস্যবর্গরা এখন থেকেই দোয়ার সাথে এই বরকতপূর্ণ জলসায় অংশ গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুতি আরম্ভ করে দিন। আল্লাহ তা'লা আমাদের সকলকে এই ঐশী জলসা থেকে আশিসমন্ডিত হওয়ার তৌফিক দিক। জলসার সার্বিক সফলতা এবং এই জলসার পুণ্যাত্মাদের হিদায়াতের কারণ হওয়ার জন্য দোয়া অব্যাহত রাখুন। জাযাকাল্লাহ। (নাযির ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাযিয়া)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্ত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

জলসা সালানা ঘানা,জানুয়ারী, ২০১৬ উপলক্ষ্যে হুযুর আনোয়ার (আই.)এর বার্তা।

জামাত আহদীয়া ঘানার (পশ্চিম আফ্রিকা) ৮৪ তম বাৎসরিক জলসা ৭, ৮ ও ৯ই জানুয়ারী ২০১৬ তারিখে 'বাগে আহমদ'-এ অনুষ্ঠিত হল। বাগে আহমদ ৪৬০ একর বিশিষ্ট একটি ভুখণ্ড যেখানে জামাত আহমদীয়া ঘানার জলসা আয়োজিত হয়ে থাকে। জলসায় সেদেশের উপরাষ্ট্রপতি, বিশিষ্ট মন্ত্রীবর্গ, দেশের অন্যান্য উচ্চ পর্যায়ের আধিকারিকগণ, গোষ্ঠী নেতা এবং স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অংশ গ্রহণ করেন। এছাড়াও নাইজেরিয়া ও জার্মানির আমীরগণ সেখানকার জামাতের সদস্যবর্গের সাথে জলসায় অংশ গ্রহণ করার তৌফিক পান। পশ্চিম আফ্রিকার অন্যান্য দেশসমূহ থেকেও অতিথিবর্গ এই জলসায় অংশগ্রহণ করেন। জলসায় মোট উপস্থিতির সংখ্যা ছিল ৩৬ হাজার। হুযুর আনোয়ার (আই.) জলসার জন্য তাঁর বার্তা প্রেরণ করেন। বদর পাঠকবর্গের উদ্দেশ্যে সেই বার্তা প্রকাশ করা হল। আল্লাহ তা'লা আমাদের সকলকে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর মূল্যবান উপদেশাবলীকে যথাসাধ্য গ্রহণ করার তৌফিক দিন। আমীন॥

প্রিয় জামাত আহমদীয়া ঘানার সদস্যগণ!

আসসালামো আলাইকুম ওয়া রহমোতুল্লাহি ওয়া বারকাতুহু

আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে ৭, ৮ ও ৯ জানুয়ারী আপনারা বাৎসরিক জলসার আয়োজন করছেন। আমি দোয়া করি আল্লাহ তা'লা আপনাদের এই জলসাকে সাফল্যমন্ডিত করে জলসায় উপস্থিতবর্গকে এই অনন্য মিলনকেন্দ্রে অপার আধ্যাত্মিক কল্যাণরাজি দ্বারা ভুষিত করুক।

আমি বারংবার নিজের বিভিন্ন খুতবায় একজন প্রকৃত ও একনিষ্ঠ আহমদী হওয়ার জন্য সংগ্রাম ও প্রচেষ্টার করার উপর গুরুত্ব আরোপ করে থাকি। এবং এ বিষয়েও গুরুত্ব দিয়ে থাকি যে, আল্লাহ তা'লা এই যুগে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে আবির্ভুত করেছেন। তাঁর আগমণের উদ্দেশ্যও হল মানুষের হৃদয়ে যেন আল্লাহর সত্তায় প্রকৃত ঈমান সৃষ্টি হয় এবং পৃথিবীতে এমন প্রকৃত ঈমানদার সৃষ্টি হয় যারা ইসলামী শিক্ষার উন্নত দৃষ্টান্ত রূপে প্রমাণিত হবে। সেই কারণে আমরা আহমদীরা যারা তাঁকে গ্রহণ করেছি এবং তাঁর সঙ্গে বয়াতের অঙ্গিকারে আবদ্ধ হয়েছি তাদের চেষ্টা করা উচিত যেন আমরাও সেই সমস্ত মানুষের অন্তর্ভুক্ত হই যারা এই পৃথিবীতে ইসলামের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন-

" আমার আবির্ভাবের উদ্দেশ্য মূলত দু'টি। প্রথম হল, মানুষ যেন নিজেকে সম্পূর্ণ রূপে এক-অদ্বিতীয় খোদার নিকট সমর্পণ করে। এবং দ্বিতীয়, মানুষ যেন পরস্পরের প্রতি ভালবাসা ও সহানুভুতি প্রদর্শন করে। অতএব এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন কর যা অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের কাছে একপ্রকারের অলৌকিক কর্মকান্ড রূপে প্রতীত হয়।"

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৩৬)

অতএব আপনারা এই মহান উদ্দেশ্যকে স্মরণে রাখুন যার জন্য হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এই জামাত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আপনাদের সকলকে এই উদ্দেশ্যদ্বয়কে অর্জন করার জন্য চেষ্টা করা উচিত। এবং সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল খোদার সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের বিষয়ে গম্ভীর হতে হবে। এর পাশাপাশি নিজেদের মধ্যে পূণ্য কর্মের প্রচলন ঘটাতে হবে এবং সেবার পরিসরকে নিজেদের প্রতিবেশী থেকে শুরু করে সম্পূর্ণ জাতি এবং অবশেষে সমগ্র মানবতা পর্যন্ত বিস্তৃত করতে হবে। আমরা এবিষয়েও লক্ষ্য রাখতে হবে যে, আমরা বয়াতের শর্তাবলীকে কতদূর পর্যন্ত পূর্ণ করেছি। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন,

" বয়াত গ্রহণের এই ধারা কেবল মুত্তাকীদের জামাতকে একত্রিত করার উদ্দেশ্যে সূচিত হয়েছে যেন এমন মুত্তাকীদের একটি বৃহৎ দল পৃথিবীতে একটি পুণ্যময় প্রভাব সৃষ্টি করে এবং তাদের ঐক্য ইসলামের জন্য কল্যাণ, শ্রেষ্ঠত্ব ও শুভপরিণামের কারণ হয়। এবং সেই কল্যাণমন্ডিত একক কলেমার উপর ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ফলে তারা ইসলামর পবিত্র সেবার্থে শীঘ্রই কাজে আসতে পারেন। এবং তারা যেন অলস, কৃপণ ও নিষ্ক্রিয় মুসলমানে পরিণত না হয়, আর না তারা ঐ সকল অপদার্থের ন্যায় হয় যারা নিজেদের মধ্যে বিভেদ ও অনৈক্যের কারণে ইসলামের প্রভূত ক্ষতি সাধন করেছে। ..... বরং তারা যেন এমন জাতির প্রতি সহানুভুতিশীল হয় যারা ফলে তারা দরিদ্রদের আশ্রয়স্থলে পরিণত হয়। তারা যেন অনাথদের জন্য পিতা সদৃশ হয়ে যায় এবং ইসলামী কাজ সম্পাদনের জন্য প্রেমীর ন্যায় আত্মোৎসর্গের জন্য প্রস্তুত থাকে এবং তাদের যাবতীয় প্রচেষ্টা যেন এবিষয়ে থাকে যে তাদের সাধারণ কল্যাণ ও আশিস পৃথিবীবাসী পর্যন্ত পৌঁছায় এবং ঐশী ভালবাসা ও খোদার বান্দাদের প্রতি সহমর্মিতার পবিত্র প্রস্রবণ প্রত্যেকে হৃদয় থেকে উৎসারিত হয়ে একটি স্থানে একত্রিত হয়ে নদীর রূপ ধারণ করে প্রবাহিত হতে দেখি।..........

খোদা তা'লা নিজের প্রতাপ ও জ্যোতির্বিকাশ এবং নিজের শক্তি প্রদর্শন করার উদ্দেশ্যে এই জাতিকে সৃষ্টি করে উন্নতি প্রদান করতে চেয়েছেন যেন তিনি পৃথিবীতে ঐশী ভালবাসা, নিখাদ তওবা, পবিত্রতা, প্রকৃত পুণ্য, শান্তি-সৌহার্দ্য এবং মানবতার প্রতি সহমর্মিতার প্রসার ঘটান।

(মাজমুয়ায়ে ইশতেহারাত, ১ম খণ্ড,পৃষ্ঠা-১৯৬-১৯৮)

অতএব আপনারা যেন কেবল বুলি না আওড়ান বরং হযরত মসীহ মওউদ (আ.) -এর সঙ্গে কৃত বয়াতের অঙ্গিকারের প্রকৃত উদ্দেশ্য পুরণকারী হন। আপনাদেরকে নিজেদের মধ্যে পরিবর্তন নিয়ে আসা উচিত। কেননা কেবল নিরস মুখের বুলির দ্বারা আপনি খোদা তা'লাকে প্রীত করতে পারবেন না। যদি আপনি আন্তরিক পরিবর্তন করতে না চান এবং নিজের আচরণ ও কর্মের মধ্যে এক প্রকার সদর্থক পরিবর্তন না আনেন তবে আপনাদের এবং অন্যান্য মুসলমানদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন-

" এই জামাতে প্রবেশ করে প্রথমতঃ জীবনে পরিবর্তন নিয়ে আসা উচিত যেন খোদার উপর প্রকৃত ঈমান সৃষ্টি হয় এবং তিনি (আল্লাহ) প্রত্যেক বিপদের সময় কাজে আসেন। অতঃপর তাঁর আদেশাবলীকে গুরুত্বহীন দৃষ্টিতে দেখা উচিত নয় বরং প্রত্যেকটি আদেশকে যেন সম্মান করা হয় এবং ব্যবহারিকভাবে সেই সম্মানের প্রমাণ দেওয়া হয়। "

(যিকরে হাবীব, পৃষ্ঠা-৪৩৬)

আপনাদের দৃষ্টান্ত এমন হওয়া উচিত যে, আপনার পরিবেশের প্রত্যেক ব্যক্তি যেন আপনার পুণ্য ও স্বভাবের গুণমুগ্ধ হয়। আপনার স্বভাব যেন এমন হয় যে, আপনি যেন যাবতীয় প্রকারের মন্দকর্মকে এমনভাবে বর্জন করেন যে আপনার আদর্শে উৎকৃষ্ট পর্যায়ের ইসলামী মূল্যবোধ এবং ঐতিহ্য প্রদর্শিত হয়। আপনাদের প্রত্যেককে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর উপদেশ অনুযায়ী নিজেদের অবস্থার সংশোধন করার যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত। জলসা সালানায় অংশগ্রহণকারী সমস্ত আহমদীরা যদি এই উচ্চ পর্যায়ের নৈতিক মূল্যবোধকে নিজেদের জীবনের অংশে পরিণত করে তবে একটি সুন্দর পরিবেশ তৈরী হবে যা প্রকৃত সত্য সন্ধানীদেরকে আহমদীয়াতের দিকে আকৃষ্ট করবে। এই ধরণের দৃষ্টান্ত, আদর্শ এবং আচরণ যেন কেবল জলসার দিনগুলিতেই সাময়িকভাবে প্রকাশিত না হয় বরং এরপরও যেন এগুলি অব্যাহত থাকে এবং তাকওয়া ও সততার পথে অগ্রসর হওয়ার এই ধারা যেন একটি স্থায়ী অভিযানে পরিণত হয়।

আমি তবলীগ প্রসঙ্গে আপনাদের দায়িত্বাবলীর প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই। প্রত্যেক আহমদীর জন্য তবলীগ অত্যন্ত আবশ্যক বিষয়। সফল তবলীগের জন্য নিজের উত্তম আদর্শ স্থাপন করাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অতএব আমাদের কর্ম যেন ইসলামী শিক্ষার অনুরূপ হয় এবং আমাদের প্রত্যেক কথা ও কাজ কুরআন করীমের নির্দেশাবলী অনুসারে হয়। আমাদের আচরণ যদি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর ইচ্ছানুরূপ হয় তবে এই পন্থা কেবল আপনাদের নিজের দেশবাসীই নয় বরং সমগ্রজগতবাসীর কাছে আহমদীয়াতের বাণী অত্যন্ত কার্যকরভাবে পৌছে দিবে।

স্মরণ রাখুন! খিলাফতে আহমদীয়ার কাজ হল হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর মিশনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। প্রত্যেক আহমদী বয়াত করার সময় বয়াতের শর্তাবলী পূর্ণ করার এবং খলীফায়ে ওয়াক্তের আধ্যাত্মিক আদেশাবলী পালন করার অঙ্গিকার করে থাকে। এই কারণে আপনাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, প্রত্যেক আহমদী যখন খলীফায়ে ওয়াক্তের হাতে বয়াত করে তখন সেই অঙ্গিকার পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করাও আবশ্যক। যদি জামাতের প্রত্যেক সদস্য খলীফায়ে ওয়াক্তের নির্দেশাবলী পালন করে তবে উৎকৃষ্ট পর্যায়ের আনুগত্য ও ঐক্য প্রতিষ্ঠা হবে। এর পাশাপাশি ইসলামের উন্নতি, তবলীগ এবং মানবতার সেবার অসীম দিগন্ত উন্মোচিত হবে।

আমি আপনাদেরকে এই উপদেশও করব যে, আপনি এবং আপনার পরিবারের সদস্যরা এম.টি.এ এবং আমার খুতবা ও বিভিন্ন সময়ে দেওয়া ভাষনসমূহ শোনার জন্য অধিক সময় ব্যয় করুন। এর ফলে খিলাফতে আহমদীয়াতের সঙ্গে আপনার ভালবাসা ও বিশ্বস্ততার সম্পর্ক দৃঢ় হওয়ার পাশাপাশি এম.টি.এ-র অনুষ্ঠানাদি থেকে ইসলামের সৌন্দর্য্য এবং আহমদীয়াতের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও বৈশিষ্টাবলী সম্পর্কে আপনার জ্ঞানবৃদ্ধি ঘটবে।

পরিশেষে বলতে চাই যে, জলসা সালানায় অংশ গ্রহণের কারণে আপনরা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সেই সকল দোয়া থেকেও আশিসমন্ডিত হবেন যা তিনি (আ.) বিশেষ করে জলসায় অংশগ্রহণকারীদের পক্ষে করেছেন। তিনি (আ.) বলেন-

" আমি আল্লাহ তা'লার নিকট দোয়া করি যে, প্রত্যেক ব্যক্তি যে এই

এরপর সাতের পাতায়..

জুমআর খুতবা

এ বছরটি জামাতে কর্মকর্তা নির্বাচনের বছর। কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় উভয় জামাতগুলোতেই অধিকাংশ স্থানে এখন পর্যন্ত নির্বাচন সম্পন্ন হয়ে গেছে।

আমীর, সদর ও অন্যান্য পদাধিকারগণ এবং মুবাল্লিগগণের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশাবলী।

যারা জামাতী দায়িত্ব প্রাপ্ত হয় তাদের এটি একটি মৌলিক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত। তারা যেন সবসময় সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে এবং তাকওয়ার মানকে উন্নত করার প্রচেষ্টায় রত থেকে দায়িত্ব পালন করে।

তরবীয়ত বিভাগ যদি কর্মঠ ও সক্রিয় হয়ে যায় তাহলে অন্যান্য অনেক বিভাগের কাজ নিজ থেকেই সমাধা হতে পারে।

তরবীয়তের কাজ প্রথমে নিজেদের ঘর থেকে আরম্ভ করুন। আর ঘর বলতে শুধু সেক্রেটারী তরবীয়তের ঘরই নয় বরং মজলিসে আমেলার প্রত্যেক সদস্যের ঘরের কথা বলছি। মজলিসে আমেলার নিজেদের তরবীয়তের প্রতি সবচেয়ে বেশি দৃষ্টি দেওয়া উচিত। জামাতের আমীর, প্রেসিডেন্ট এবং সেক্রেটারী তরবীয়ত যে কর্মসূচীই তৈরী করুক, তাদের সর্বপ্রথম দেখতে হবে যে, আমেলার সদস্যরা সেসব কর্মসূচীর ওপর প্রতিষ্ঠিত কিনা, আল্লাহ্ তা'লার যেসব মৌলিক নির্দেশাবলী রয়েছে আর মানব সৃষ্টির যে মৌলিক এবং প্রধান উদ্দেশ্য রয়েছে আমেলার সভ্য এবং সদস্যরা সেই দায়িত্ব পালন করছে কিনা।

আল্লাহ্‌র অধিকার সমূহের মাঝে সবচেয়ে বড় অধিকার হলো ইবাদত। এর জন্য পুরুষদের ক্ষেত্রে নির্দেশ হলো নামায কায়েম করা। নামায বা-জামাত পড়ার মাধ্যমেই নামায কায়েম হতে পারে। সুতরাং আমীর, প্রেসিডেন্ট এবং অন্যান্য ওহদাদার বা কর্মকর্তাদের উচিত নামাযের হিফাযত করে নামায প্রতিষ্ঠার বিষয়ে সর্বাত্মক চেষ্টা করা।

আমাদের প্রত্যেক কর্মকর্তার ভিতর বা-জামাত নামাযের এক সচেতনতা থাকা উচিত নতুবা তারা আমানতের দায়িত্ব পালনকারী হবে না, তারা সেই আমানতের প্রতি সুবিচারকারী গন্য হবে না যার প্রতি কুরআনে করীম বারবার নসীহত করেছে।

এছাড়াও আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে যেগুলির প্রতি ওহদাদারদের বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখা উচিত। আর এগুলি মানুষের অধিকার আর জামাতের সদস্যদের সাথে কর্মকর্তাদের আচার আচরণের সাথে সম্পর্ক রাখে।

আরও একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য যা প্রত্যেক পদাধিকারের মধ্যে থাকা উচিত সেটি হল বিনয়।

নিজের নিজের কর্মক্ষেত্র সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য বিধি-নিয়মগুলি অধ্যায়ন করা এবং বোঝা উচিত।

কর্মকর্তাদের আরও একটি বিশেষত্ব থাকা উচিত তা হলো অধীনস্তদের সাথে সুন্দর এবং সদ্ব্যবহার করা।

কারো মাথায় এই ধারণার উদয় হওয়া উচিত নয় যে, আমার অভিজ্ঞতা এবং আমার জ্ঞান জামাতের কাজ পরিচালনা করছে। খোদা তা'লার ফযল বা কৃপাই জামাতের কাজ চালনা করছে।

কর্মকর্তাদের মাঝে আরেকটি বৈশিষ্ট্য যা থাকা উচিত তা হলো, হাস্যোৎফুল্লতা এবং সুন্দর ব্যবহার করা।

কর্মকর্তাদের ওপর এটি অনেক বড় দায়িত্ব বর্তায়, বিশেষ করে আমীর, প্রেসিডেন্ট এবং তরবিয়ত বিভাগ ও সিদ্ধান্ত প্রদানকারী বিভাগের দায়িত্ব হলো মানুষের জন্য সহজসাধ্যতার পন্থা সন্ধান করা। কিন্তু এটিও স্মরণ রাখবেন যে, খোদার নির্দেশের গন্ডির মাঝে থেকে এই রীতি অনুসরণ করতে হবে।

আমীর, প্রেসিডেন্ট এবং জামাতী সেক্রেটারীদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো কেন্দ্র থেকে প্রেরিত দিকনির্দেশনা বা সার্কুলারগুলিকে তাৎক্ষণিকভাবে পুরো মনোযোগসহকারে কাজে রূপায়িত করা এবং তা জামাতের মাধ্যমে করানো উচিত।

ওসীয়্যতকারীদের প্রথম কথা হিসেবে স্মরণ রাখা উচিত যে, নিজেদের চাঁদা নিয়মিত প্রদান করা বা এর হিসাব রাখা প্রত্যেক মুসীর ব্যক্তিগত দায়িত্ব। কিন্তু কেন্দ্রীয় অফিস এবং সংশ্লিষ্ট সেক্রেটারীরও দায়িত্ব হলো প্রত্যেক মুসীর হিসাব সম্পূর্ণ রাখা আর প্রয়োজনে তাদেরকে তাদের চাঁদার প্রকৃত পরিস্থিতি সম্পর্কেও স্মরণ করানো উচিত। দেশীয় কেন্দ্রের কাজ হলো স্থানীয় জামাতের সেক্রেটারীদেরকে সক্রিয় করা যেন প্রত্যেক মুসীর সাথে তাদের যোগাযোগ থাকে।

আল্লাহ্ তা'লা সমস্ত কর্মকর্তাদের তৌফিক দিন, আগামী তিন বছরের জন্য আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে খিদমতের যে সুযোগ করে দিয়েছেন সে ক্ষেত্রে তারা যেন নিজেদের সকল শক্তি-সামর্থ্য ও যোগ্যতাকে কাজে লাগিয়ে দায়িত্ব পালন করতে পারে। নিজেদের প্রতিটি কথা এবং কর্মের ক্ষেত্রে জামাতের জন্য তারা যেন অনুকরণীয় আদর্শ হতে পারে।

মোহতরামা সাহেবজাদী তাহেরা সিদ্দিকার মৃত্যু , যিনি সাহেব যাদা মির্যা মুনীর আহমদ সাহেবের স্ত্রী। মৃতার সদগুণাবলীর উল্লেখ এবং জানাযা গায়েব।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ মসজিদে প্রদত্ত ১৫ জুলাই , ২০১৬, এর জুমুআর খুতবা (১৫ওফা,১৩৯৫ হিজরী শামসী)

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ـ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ـ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ـ

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ـ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ـ

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, কিছুকাল পূর্বে এক খুতবায় আমি উল্লেখ করেছিলাম যে, এ বছরটি জামাতে কর্মকর্তা নির্বাচনের বছর। কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় উভয় জামাতগুলোতেই অধিকাংশ স্থানে এখন পর্যন্ত নির্বাচন সম্পন্ন হয়ে গেছে। আর নতুন কর্মকর্তারা নিজেদের দায়িত্ব বুঝে নিয়েছেন।

কর্মকর্তাদের মধ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে কোন আমীর, প্রেসিডেন্ট এবং নতুন ওহদাদার বা কর্মকর্তা নির্বাচিত হয়েছেন। কিন্তু অনেক স্থানে যারা পূর্বে কাজ করে আসছিল তাদেরকেই পুনরায় নির্বাচন করা হয়েছে। নবাগতদের যেখানে এ জন্য খোদার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত যে, খোদা তা'লা তাদেরকে জামাতের সেবার উদ্দেশ্যে নির্বাচন করেছেন সেখানে বিনয়ের সাথে খোদার দরবারে সিজদাবনত হয়ে খোদার সাহায্যও যাচনা করা উচিত যেন তারা নিজেরদের উপর অর্পিত এই আমানতের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারে। অনুরূপভাবে যেসব কর্মকর্তারা পুনরায় নির্বাচিত হয়েছেন তাদেরও যেখানে খোদার দরবারে এই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত যে, আল্লাহ্ তা'লা তাদের পুনরায় খিদমতের সুযোগ দিচ্ছেন সেখানে খোদার দরবারে এই বিনয়পূর্ণ দোয়াও করা উচিত যে, খোদা তা'লা তাদেরকে নিজেদের সমস্ত শক্তি-সামর্থ্য নিয়োজিত করে আমানতের এই দায়িত্ব পালনের তৌফিক দিন। আর পূর্বের বছর কাজ করতে গিয়ে যে আলস্য এবং ঔদাসীন্য প্রকাশ পেয়েছে যার কারণে তাদের ওপর ন্যাস্ত আমানতের প্রতি তারা সত্যিকার অর্থে সুবিচার করতে পারে নি বা দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হয় নি, আল্লাহ্ তা'লা সেই ত্রুটি-বিচ্যুতিকেও মার্জনা করুন। আর আল্লাহ তা'লা নিজ কৃপায় আগামী তিন বছরের জন্য খিদমত বা সেবার যে সুযোগ দিয়েছেন এবং যেসব আমানত তাদের ওপর ন্যাস্ত করেছেন সেই দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে ভবিষ্যতেও যেন কোন আলস্য ও ঔদাসীন্য প্রকাশ না পায় এবং আমানতের প্রতি সুবিচার করার তৌফিক যেন দান করেন।

স্মরণ রাখা উচিত যে, জামাতী খিদমত করার সুযোগকে গুরুত্বহীন ভাবে দেখা উচিত নয়। আমাদের প্রত্যেক ব্যক্তি সে ওহদাদার হোক, কর্মকর্তা হোক, বা সাধারণ এক আহমদী হোক, তার এই অঙ্গীকার রয়েছে যে, সে ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দিবে। কোন ব্যক্তি ওহদাদার বা কর্মকর্তা হিসেবে যখন কোন দায়িত্ব গ্রহণ করে বা কোন দায়িত্ব যখন তার ওপর ন্যাস্ত হয় সেক্ষেত্রে অন্যদের চেয়ে তার ওপর এই দায়িত্ব বেশি বর্তায় যে, সে এই অঙ্গীকার রক্ষা করবে। আর স্মরণ রাখতে হবে যে, সে এই অঙ্গীকার আল্লাহ্ তা'লার সাথে করেছে। আর আল্লাহ্ তা'লা অঙ্গীকার রক্ষার কথা পবিত্র কুরআনে বেশ কয়েক স্থানে উল্লেখ করেছেন। অঙ্গীকারের প্রতি সুবিচার করার ওপর বেশ কয়েক জায়গায় গুরুত্বারোপ করেছেন। সুতরাং সবসময় স্মরণ রাখবেন, আল্লাহ্ তা'লা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, তোমাদের ওপর ন্যাস্ত দায়িত্ব যা তোমরা শিরোধার্য কর প্রকৃতপক্ষে সেটিও তোমাদের অঙ্গীকার। সুতরাং নিজেদের আমানত এবং অঙ্গীকার রক্ষা কর, এর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হও। যারা সত্যবাদী এবং তাকওয়ার ওপর বিচরণকারী তাদের লক্ষণ উল্লেখ করতে গিয়ে এক জায়গায় আল্লাহ্ তা'লা বলেন, وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا (সূরা আল-বাকারা ২:১৭৮) অর্থাৎ যখন কোন অঙ্গীকার করে তখন তারা তা পূর্ণ করে ।

অতএব যারা জামাতী দায়িত্ব প্রাপ্ত হয় তাদের এটি একটি মৌলিক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত। তারা যেন সবসময় সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে এবং তাকওয়ার মানকে উন্নত করার প্রচেষ্টায় রত থেকে দায়িত্ব পালন করে। তাদের সত্যের মানে যদি কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকে, তাদের তাকওয়ার মান যদি জামাতের এক সাধারণ সদস্যের জন্য আদর্শ স্থানীয় না হয় তাহলে সে নিজের অঙ্গীকার, নিজের পদ এবং আমানতের দায়িত্ব পালনের প্রতি মনোযোগী নয়।

সুতরাং আমীর বা সদর বা প্রেসিডেন্টরা সর্বপ্রথম নিজেদের দৃষ্টান্ত স্থাপন করুন, আমেলার সামনেও আর জামাতের সভ্য এবং সদস্যদের সামনেও।

যারা সেক্রেটারী তরবীয়ত তাদের ওপর তরবীয়তের দায়িত্ব ন্যাস্ত রয়েছে। তরবীয়তের দায়িত্ব তখনই সঠিকভাবে পালিত হতে পারে যদি উত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হয়। যে কর্মী, যে দায়িত্বপ্রাপ্ত, যে অন্যদের নসীহত করবে তার নিজেরও প্রথমে তা মেনে চলতে হবে। জামাতের সদস্যদের সামনে সেক্রেটারী তরবীয়তের দৃষ্টান্ত স্থাপন করা উচিত। জামাতের তরবীয়তের দায়িত্ব, সুশিক্ষার দায়িত্ব তাদের ওপরই ন্যস্ত হয়।

আমি বেশ কয়েকবার বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখ করেছি যে, তরবীয়ত বিভাগ যদি কর্মঠ ও সক্রিয় হয়ে যায় তাহলে অন্যান্য অনেক বিভাগের কাজ নিজ থেকেই সমাধা হতে পারে। জামাতের সদস্যদের তরবীয়তের বা শিক্ষার মান যত উন্নত হবে ততই অন্যান্য বিভাগের কাজ সহজসাধ্য হয়ে উঠবে। যেমন সেক্রেটারী মালের কাজ সহজ হয়ে উঠবে, সেক্রেটারী উমুরে আমার কাজ সহজ হয়ে উঠবে, সেক্রেটারী তবলীগের কাজ সহজ হয়ে যাবে। একইভাবে অন্যান্য বিভাগের কাজও, যেমন বিচার বিভাগের কাজও সহজ হয়ে যাবে।

আমি প্রায় সময় বিভিন্ন স্থানে আমেলার মিটিংয়ে বলে থাকি যে, তরবীয়তের কাজ প্রথমে নিজেদের ঘর থেকে আরম্ভ করুন। আর ঘর বলতে শুধু সেক্রেটারী তরবীয়তের ঘরই নয় বরং মজলিসে আমেলার প্রত্যেক সদস্যের ঘরের কথা বলছি। মজলিসে আমেলার নিজেদের তরবীয়তের প্রতি সবচেয়ে বেশি দৃষ্টি দেওয়া উচিত। জামাতের আমীর, প্রেসিডেন্ট এবং সেক্রেটারী তরবীয়ত যে কর্মসূচীই তৈরী করুক, তাদের সর্বপ্রথম দেখতে হবে যে, আমেলার সদস্যরা সেসব কর্মসূচীর ওপর প্রতিষ্ঠিত কিনা। আল্লাহ্ তা'লার যেসব মৌলিক নির্দেশাবলী রয়েছে আর মানব সৃষ্টির যে মৌলিক এবং প্রধান উদ্দেশ্য রয়েছে আমেলার সভ্য এবং সদস্যরা সেই দায়িত্ব পালন করছে কিনা। যদি তারা তা না করে থাকে তাহলে তাদের মাঝে তাকওয়া নেই।

আল্লাহ্‌র অধিকার সমূহের মাঝে সবচেয়ে বড় অধিকার হলো ইবাদত। এর জন্য পুরুষদের ক্ষেত্রে নির্দেশ হলো নামায কায়েম করা। নামায বা-জামাত পড়ার মাধ্যমেই নামায কায়েম হতে পারে। সুতরাং আমীর, প্রেসিডেন্ট এবং অন্যান্য ওহদাদার বা কর্মকর্তাদের উচিত নামাযের হিফাযত করে নামায প্রতিষ্ঠার বিষয়ে সর্বাত্মক চেষ্টা করা। এর ফলে একদিকে যেমন আমাদের মসজিদ ও নামায সেন্টার গুলি নামাযি দ্বারা পরিপূর্ণ হবে অনুরূপভাবে তারা খোদার কৃপারাজিও অর্জন করবে। আর এভাবে তারা নিজেদের আদর্শ স্থাপনের মাধ্যমে জামাতের সভ্য এবং সদস্যদেরও তরবীয়ত করতে পারবে। তারা খোদার ফযল এবং কৃপারাজির উত্তরাধিকারী হবে, তাদের কাজে সাচ্ছন্দ্য সৃষ্টি হবে। তারা শুধু বুলি আওড়াবে না। সুতরাং কর্মীদের সর্বপ্রথম আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত যে, তাদের কথা এবং কর্মের মধ্যে কতটা সামঞ্জস্য রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ (সূরা আস্-সাফ্ ৬১:৩) অর্থাৎ হে মু'মিনগণ! তোমরা সেসব কথা কেন বল যা তোমরা নিজেরা কর না। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, এই আয়াতই স্পষ্ট করছে যে, কোন কথা নিজে বলা সত্ত্বেও সেই কাজ না করার মানুষ পৃথিবীতে ছিল, আছে এবং থাকবে। আমার কথা ভালোভাবে শ্রবণ কর এবং হৃদয়ে গেঁথে নাও যে, মানুষের কথা ও আলোচনা যদি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে না হয় এবং তাতে যদি ব্যবহারিক শক্তি না থাকে তাহলে তা প্রভাব বিস্তারের সামর্থ্য রাখে না।" (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৬৭)

তিনি (আ.) আরও বলেন, "সদা স্মরণ রেখ যে, শুধু বড় বড় শব্দ চয়ন আর বুলি আওড়ানো কোন কাজে আসতে পারে না যতক্ষণ কর্ম বা আমল না থাকবে। আর শুধু কথা খোদার দৃষ্টিতে কোন গুরুত্ব রাখে না।" (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৬৭)

সুতরাং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) খোদার এই নির্দেশ অনুসারে স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, আমাদের কথা এবং কর্মে বিরোধ থাকা উচিত নয়। আর এই কথাকে সামনে রেখে সবচেয়ে বেশি আত্মবিশ্লেষণকারী হওয়া উচিত আমাদের কর্মকর্তাদের।

যেখানে দূরত্ব বেশি বা যেখানে গুটি কতক ঘর আহমদী রয়েছে, যেখানে মসজিদ বা নামায সেন্টার নেই সেখানে ঘরে বাজামাত নামায হতে পারে আর কার্যত এটি অসম্ভব নয়। অনেক আহমদী আছে যারা এটি মেনে চলে। তাদের ওপর রীতিমত কোন দায়িত্ব ন্যাস্ত নেই,তারা আমেলার সদস্যও নন কিন্তু তারা নিজেদের ঘরে চতুর্পাশের আহমদীদের সমবেত করে বাজামাত নামাযের ব্যবস্থা নিয়ে থাকে। যদি সচেতনতা থাকে তাহলে সবকিছু সম্ভব। আর আমাদের প্রত্যেক কর্মকর্তার ভিতর বা-জামাত নামাযের এক সচেতনতা থাকা উচিত নতুবা তারা আমানতের দায়িত্ব পালনকারী হবে না, তারা সেই আমানতের প্রতি সুবিচারকারী গন্য হবে না যার প্রতি কুরআনে করীম বারবার নসীহত করেছে।

তাই কর্মকর্তাদের সবসময় এই কথা সামনে রাখতে হবে যে, খোদা তা'লা প্রকৃত মু'মিনের বৈশিষ্ট্য এটি উল্লেখ করেছেন যে, তারা তাদের আমানত এবং অঙ্গীকার পালনে যত্নবান। এই বিষয়ে তারা সচেতন এবং সজাগ দৃষ্টি রাখে। তারা দেখে যে, নিজেদের ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব এবং খিদমতের উদ্দেশ্যে কৃত অঙ্গিকারের ক্ষেত্রে তাদের পক্ষ থেকে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি প্রকাশ পাচ্ছে না তো। এটি সামান্য কোন বিষয় নয়। খোদা তা'লা পবিত্র কুরআনে এ কথাও বলেছেন যে, اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْـُٔوْلًا (সূরা বনি-ইসরাঈল ১৭:৩৫) প্রতিটি অঙ্গিকার সম্বন্ধে একদিন জিজ্ঞাসাবাদের সম্মুখীন হতে হবে। অতএব ইবাদত একটি মৌলিক বিষয় আর এটিই মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য। এই দায়িত্ব তো আমাদের পালন করতেই হবে। এক্ষেত্রে কোনভাবে কোন কর্মকর্তার পক্ষ থেকে অলসতা প্রদর্শিত হওয়া উচিত নয় বরং কোন প্রকৃত মো'মিনের পক্ষ থেকেও তা প্রদর্শিত হওয়া উচিত নয়।

এছাড়াও আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে যেগুলির প্রতি ওহদাদারদের বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখা উচিত। আর এগুলি মানুষের অধিকার আর জামাতের সদস্যদের সাথে কর্মকর্তাদের আচার আচরণ সাথে সম্পর্ক রাখে। আর এই কথাগুলো ওহদাদার বা কর্মকর্তাদের অঙ্গীকারের সাথেও সম্পর্ক রাখে।

কোন ওহদাদার বা পদাধিকারী নিজেকে কর্মকর্তা বা অফিসার ভেবে বসবে এই উদ্দেশ্যে তাকে নির্বাচিত হয় না বরং ইসলামে ওহদাদার বা কর্মকর্তা বিষয়ক যে দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে তা সম্পূর্ণ ভিন্ন। মহানবী (সা.) এবিষয়টিকে এভাবে উল্লেখ করেছেন যে, জাতির নেতা জাতির সেবক হয়ে থাকে। (কুনযুল আমাল, কিতাবুস সফর)

সুতরাং একজন ওহদাদার বা পদাধিকারীর নিজ জাতির সেবক হিসেবে কাজ করাই হল মানুষের বিষয়ে আমানতের প্রতি সুবিচার করা। আর এটি তখনই সম্ভব যখন মানুষের মধ্যে ত্যাগ ও তীতিক্ষার বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে। তার মধ্যে যদি বিনয় ও নম্রতা থাকে। তার ধৈর্য্যের মান যদি অন্যদের চেয়ে উন্নত হয়। অনেক সময় ওহদাদার বা কর্মকর্তাদেরকে কিছু কথাও শুনতে হয়। যদি শুনতে হয় তাহলে শুনা উচিত। কর্মকর্তা নিজেই যাচাই করতে পারে যে, তার সহ্যের শক্তি কতটুকু রয়েছে। তার বিনয় কোন পর্যায়ে রয়েছে। অনেক সময় এমন কর্মকর্তার বিষয়াদিও সামনে আসে যাদের মধ্যে বিন্দুমাত্র সহ্যশক্তি নেই। যদি অন্য কেউ অসৌজন্যমূলক ব্যবহার করে তাহলে সেই ওহদাদার বা কর্মকর্তাও একই ব্যবহার আরম্ভ করে দেয়। সাধারণ কোন সদস্য যদি অভদ্র বা অশিষ্ট হয়ে থাকে তাহলে এতে সেই ব্যক্তির কোন ক্ষতি হয় না বা তার কিছু যায় আসে না। খুব বেশি হলে এটিই বলা হবে যে, এই ব্যক্তির আচরণ অত্যন্ত নিম্ন মানের। কিন্তু কর্মকর্তাদের মুখ থেকে যখন মানুষের সামনে অশালীন শব্দ বের হয় তখন ওহদাদার বা কর্মকর্তার নিজের সম্মান এবং মর্যাদা হানি হওয়া ছাড়ও জামাতের সদস্যদের ওপরও এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। জামাতের যে মান হওয়া উচিত এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদেরকে যে মানে দেখতে চান কোন ক্ষেত্রে যদি এমন একটি দৃষ্টান্ত সামনে আসে তাহলে তা জামাতের দুর্নাম হওয়ার কারণ হতে পারে আর হয়ও। আর এমন দৃষ্টান্ত অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়। এমনকি মসজিদেও ঝগড়া বিবাদ শুরু হয়ে যায়। কিশোর এবং যুবক শ্রেণীর ওপর এই বিষয়গুলির খুবই ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের কাছে কি চান আর ত্যাগের উন্নত মান প্রতিষ্ঠাকারীদের কথা আল্লাহ্ তা'লা কিভাবে উল্লেখ করেছেন তা দেখুন। এক জায়গায় তিনি বলেন, وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ (সূরা আল্-হাশর ৫৯:১০) অর্থাৎ মু'মিন তারা যারা নিজেদের ধর্মীয় ভাইদের নিজ প্রাণের ওপর প্রাধান্য দেয়। আনসাররা মুহাজিরদের জন্য এই দৃষ্টান্তই স্থাপন করেছেন। এটিই আমাদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ। নিজ প্রাণের ওপর প্রাধান্য দেওয়া তো বহু দূরের কথা , অনেক সময় অন্যের প্রাপ্যটুকুও পুরোপুরি প্রদান করা হয় না। মানুষের কোন আবেদন সংক্রান্ত কিছু মামলা তাদের কাছে অর্থাৎ কর্মকর্তাদের কাছে আসে বা কেন্দ্র থেকে রিপোর্ট প্রেরণের জন্য কিছু বিষয় পাঠানো হলে অনেক অসাবধানতার সাথে রিপোর্ট প্রেরণ করা হয়। সঠিকভাবে তদন্ত না করেই রিপোর্ট পাঠিয়ে দেওয়া হয়। বা বিষয়কে এতটা দীর্ঘ সূত্রিতার মুখে ঠেলে দেওয়া হয় যে, আর্থিক সহায়তা বিষয়ক যদি কোন আবেদন পত্র আসে তাহলে সময়মত রিপোর্ট না আসার কারণে সেই অভাবীর ক্ষতি হয়ে যায় বা তাকে কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়। কোন কোন কর্মকর্তা ব্যস্ততার অজুহাতও দেখিয়ে থাকে। আর কারো কারো কাছে কোন অজুহাত থাকে না, শুধু অমনোযোগই এর কারণ হয়ে থাকে। যদি তাদের নিজস্ব স্বার্থ জড়িত থাকে বা কোন নিকটাত্মীয়ের বিষয় হয় তখন তাদের আগ্রাধিকার বদলে যায়।

সুতরাং প্রকৃত কুরবানী ও ত্যাগের প্রেরণা এবং আমানতের প্রতি সত্যিকার অর্থে সুবিচার করার অর্থ হলো একপ্রকার দায়িত্বশীলতার সাথে অন্যের কাজে আসা। ত্যাগের এই বৈশিষ্ট্য নিয়ে আর অন্যের কষ্টকে নিজের কষ্ট মনে করে যদি কাজ করা হয় তাহলে জামাতের সাধারণ সদস্যদের কুরবানী ও ত্যাগের মান উন্নত হবে। পরস্পরের অধিকার খর্ব করার পরিবর্তে অধিকার প্রদানের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ হবে। আমরা অমুসলিমদের সামনে বলে থাকি যে, পৃথিবীতে ,শান্তি তখনই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে যদি সকল পর্যায়ে অধিকার কুক্ষিগত করার পরিবর্তে অধিকার প্রদানের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ হয়। কিন্তু আমরা নিজেরাই যদি এই মানে প্রতিষ্ঠিত না থাকি তাহলে আমরা এমন একটি কাজ করব যা খোদার দৃষ্টিতে অপছন্দনীয় হবে।

আরেকটি বৈশিষ্ট্য যা বিশেষভাবে কর্মকর্তাদের মধ্যে থাকা উচিত তা হলো বিনয়। আল্লাহ্ তা'লা রহমান খোদার বান্দাদের যেই পরিচয় কুরআনে তুলে ধরেছেন তা হলো يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا (সূরা আল্-ফুরকান ২৫:৬৪) তারা ভূপৃষ্ঠে বড় বিনয়ের সাথে চলাফেরা করে। এরও উন্নত দৃষ্টান্ত আমাদের ওহদাদার বা কর্মকর্তাদের মধ্যে পরিদৃষ্ট হওয়া উচিত। যে যত বড় পদে নিযুক্ত হবে তার ততই সেবার চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে মানুষের সাথে সাক্ষাতে বিনয় প্রদর্শন করা উচিত আর এটিই মহানুভবতা। কর্মকর্তার আচরণ কেমন মানুষ তা লক্ষ্য করে আর অনুভবও করে । অনেক সময় মানুষ আমাকে লিখেও পাঠায় যে, অমুক কর্মকর্তার আচরণ সাধারণত এমন কিন্তু আজকে আমি খুবই আনন্দিত হয়েছি যে, সেই ওহদাদার বা কর্মকর্তা আমাকে শুধু সালামই করেনি বরং আমি কেমন আছি তাও জিজ্ঞেস করেছে এবং খুব সুন্দর ব্যবহার করেছে। তার আচার-আচরণ দেখে আমার ভালো লেগেছে। আর এতে সেই কর্মকর্তার মহানুভবতাই প্রকাশ পেয়েছে।

সুতরাং জামাতের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণীই কর্মকর্তাদের স্নেহপূর্ণ, কোমল ও বিনম্র আচরণে সন্তুষ্ট হয়ে সকল ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত হয়ে যায়। যদি কোন কর্মকর্তার হৃদয়ে নিজের পদের অহংকারে কোন প্রকার আত্মম্ভরিতা বা গর্ব দানা বাঁধে তাহলে তাকে স্মরণ রাখতে হবে যে, এই অভ্যাস খোদা থেকে দূরে ঠেলে দেয়। আর মানুষ যদি খোদা থেকে দূরে সরে যায় তাহলে কাজে কোন প্রকার বরকত বা কল্যাণ অবশিষ্ট থাকে না। সুতরাং ধর্মের কাজ সম্পূর্ণভাবে খোদার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে। খোদার সন্তুষ্টিই যদি না থাকে তাহলে এমন ব্যক্তি জামাতের জন্য কল্যাণকর হওয়ার পরিবর্তে ক্ষতির কারণ হয়ে থাকে।

তাই ওহদাদার বা কর্মকর্তাদের সবসময় এই দৃষ্টিকোণ থেকে আত্মজিজ্ঞাসা করা উচিত যে, তাদের মাঝে বিনয় এবং নম্রতা আছে কিনা। আর যদি থেকে থাকে তাহলে কতটা। রসূলে করীম (সা.) বলেছেন, কোন ব্যক্তি যত বেশি বিনয় এবং নম্রতা অবলম্বন করে খোদা তাকে ততই মহান মর্যাদায় ভূষিত করেন। (সহী মুসলিম)

তাই প্রত্যেক কর্মকর্তার স্মরণ রাখা উচিত যে, খোদা তা'লা যদি তাকে জামাতের সেবার সুযোগ দিয়ে থাকেন তাহলে এটি খোদার একান্ত অনুগ্রহ। আর নিজের মাঝে অধিক বিনয় এবং নম্রতা সৃষ্টি করাই হবে অনুগ্রহের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। যদি তা না হয় তাহলে খোদার অনুগ্রহরাজির কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন হয় না।

অনেক সময় দেখা গেছে যে, মানুষ সাধারণ অবস্থায় সাক্ষাত করতে গিয়ে পরম বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করে, মানুষের সাথে সুন্দরভাবে সাক্ষাত করে। কিন্তু নিজের অধিনস্ত বা সাধারণ মানুষের সাথে যখন কোন কর্মকর্তার মতভেদ হয় তখন তাৎক্ষনিকভাবে তাদের কর্মকর্তাসুলভ অহংকার প্রকাশ পায়। হয় আর বড় কর্মকর্তা হওয়ার আত্মম্ভরিতায় পুনরায় নিজের অধিনস্তের সামনে আত্মম্ভরিতাপূর্ণ আচরণ প্রকাশ পায়। যতক্ষণ কোন ব্যক্তি আপনার সামনে জ্বি হুজুর জ্বি হুজুর করবে বা মতভেদ করবে না ততক্ষণ আপনি বিনয় প্রকাশ করবেন, এটি বিনয় নয় । এটি কৃত্রিম বিনয়। প্রকৃত রূপ তখন প্রকাশ পায় যখন মতভেদ দেখা দেয় অথবা অধিনস্ত কর্মকর্তা যখন কোন উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কথা বলে তখন ন্যায় নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে সেই মতামতকে বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। সুতরাং এই বিনয়ের মাধ্যমে বড় মনোবলেরও প্রমাণ পাওয়া যায় আর এমনটি হলেই এই বিনয় সত্যিকার বিনয় গন্য হবে।

ওহদাদার বা কর্মকর্তাদের সবসময় খোদার এই নির্দেশ সামনে রাখা উচিত- وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا (সূরা লুকমান ৩১:১৯) অর্থাৎ আর ক্রোধের বশবর্তী হয়ে মানুষের সামনে গাল ফোলাবে না এবং পৃথিবীতে অহংকারের সাথে চলাফেরা করবে না।

আমি মতভেদের কথা বলেছি। এ সম্পর্কে আমি এটিও স্পষ্ট করতে চাই যে, জামাতের বিধি-নিয়ম কোন কোন সময় আমেলার পরামর্শের বিরুদ্ধে আমীরকে নিজের ইচ্ছা অনুসারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার প্রদান করে। কিন্তু সব সময় সবাইকে সাথে নিয়ে পরামর্শের ভিত্তিতে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত ও কাজ হওয়া উচিত। অনেক সময় আমীররা এই সুযোগকে মাত্রাতিরিক্তভাবে ব্যবহার করে। এই সুযোগ বা এই অধিকার চরম পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করা উচিত। যেখানে জানা থাকে যে, এতেই জামাতের স্বার্থ নিহিত সেখানে আমেলার সামনেও বিষয়টি স্পষ্ট করা উচিত। জামাতের বৃহত্তর স্বার্থকে সামনে রেখে এমনটি হওয়া উচিত। আর এরজন্য দোয়ার মাধ্যমে খোদার সাহায্যও যাচনা করা

উচিত। শুধু নিজের বিবেক ও বুদ্ধির ওপর নির্ভর করা উচিত নয়। স্মরণ রাখা উচিত যে, প্রেসিডেন্টদের এই অধিকার নেই, এমনকি ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট হলেও না। আমেলার মতামতকে প্রত্যাখ্যান করে নিজের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত করার সেই অধিকার প্রেসিডেন্টের নেই। নিজ নিজ কর্ম গন্ডি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের জন্য কর্মকর্তাদের উচিত রুলস-রেগুলেশন পাঠ করা এবং বুঝা। তারা যদি রুলস-রেগুলেশন এবং জামাতের নিয়ম-কানুন অনুসারে কাজ করে তাহলে অনেক ছোট ছোট সমস্যা যা আমেলার সদস্যগণ বা জামাতের সদস্যদের জন্য অস্বস্তির কারণ হয় তা আর সামনে আসবে না।

কর্মকর্তাদের আরও একটি বিশেষত্ব থাকা উচিত তা হলো অধীনস্তদের সাথে সুন্দর এবং সদ্ব্যবহার করা। জামাতের বেশিরভাগ কাজ স্বেচ্ছাসেবার ভিত্তিতে হয়ে থাকে। জামাতের সভ্য এবং সদস্যরা জামাতের কাজের জন্য নিজেদের সময় দিয়ে থাকে। তারা সময় দেন কেননা তারা খোদার সন্তুষ্টির সন্ধানী। তারা সময় দেন কেননা জামাতের সাথে তাদের ভালবাসা ও একাত্মতার সম্পর্ক রয়েছে। সুতরাং ওহদাদার বা কর্মকর্তাদেরও সহকর্মীদের আবেগ অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত, তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করা উচিত। আর এটিই আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ ।

সদ্ব্যবহার বা সুন্দর ব্যবহারের মাধ্যমে নিজের নায়েব এবং অধীনস্তদেরু কাজ শিখানোর চেষ্টা করা উচিত, যেন জামাতি কাজ সুচারুরূপে পরিচালনার জন্য সব সময় কর্মী বাহিনী সামনে আসে বা আসতে থাকে। জামাতের কাজ আল্লাহ্ তা'লা নিজেই পরিচালিত করে থাকেন, কিন্তু যদি কর্মকর্তা বা ওহদাদার, যারা কাজের অভিজ্ঞতা রাখে, তারা যদি কর্মী বাহিনীর দ্বিতীয় লাইন প্রস্তুত করেন তাহলে তারা এই কাজের জন্যও পুরস্কার পাবেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আমার বা পূর্বের কোন খলীফার কখনও এই চিন্তা হয়নি যে, জামাতের কাজ কিভাবে চলবে? এ সম্পর্কে মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে খোদার প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে, তিনি ইনশাআল্লাহ্ নিষ্ঠাবান কর্মী বাহিনীর যোগান দিতে থাকবেন।

(বারাহীনে আহমদীয়া, রূহানী খাযায়েন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৬৭ থেকে সংকলিত)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহ.)-এর যুগে এক কর্মকর্তার ধারণা ছিল যে, আমার বুদ্ধিমত্তা, কর্মপন্থা এবং পরিশ্রমের কারণে জামাতের আর্থিক ব্যবস্থা সুচারুরূপে পরিচালিত হচ্ছে। এই কথা যখন খলীফা সালেস (রাহে.)-র কর্ণগোচর হয় তখন তিনি সেই ব্যক্তিকে অপসারণ করে এমন এক ব্যক্তিকে সেই কাজে নিযুক্ত করেন যার অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ের আদৌ কোন জ্ঞান ছিল না। কিন্তু এটি যেহেতু খোদার কাজ আর খলীফায়ে ওয়াক্তের সাথে খোদার যে আচরণ হয়ে থাকে সে কারণে সেই নতুন কর্মকর্তা যিনি কিছুই জানতেন না তার কাজে এতটা বরকত সৃষ্টি হয় যা পূর্বে কখন ভাবাও যেত না।

সুতরাং কর্মকর্তাদের আসলে খোদা তা'লাই কাজের সুযোগ দেন। জামাতী কর্মীদের খোদা তা'লাই খিদমতের সুযোগ দেন। যারা ওয়াকেফে জিন্দেগী তাদেরকে জামাত এবং ধর্মের সেবা করে খোদার কৃপাভাজন হওয়ার সুযোগ আল্লাহ্ তা'লাই দেন, নতুবা কাজ তো আল্লাহ্ তা'লাই করছেন কেননা এটি তাঁর প্রতিশ্রুতি। তাই কারো মাথায় এই ধারণার উদয় হওয়া উচিত নয় যে, আমার অভিজ্ঞতা এবং আমার জ্ঞান জামাতের কাজ পরিচালনা করছে। খোদা তা'লার ফযল বা কৃপাই জামাতের কাজ চালনা করছে। আমাদের অনেক দুর্বলতা এবং ত্রুটি-বিচ্যুতি আর ঘাটতি এমন রয়েছে যে, যদি ইহজাগতিক কাজ হয় তাহলে তাতে সেই বরকত দেখা দিতেই পারে না এবং সেই ফলাফল প্রকাশ পেতেই পারে না। কিন্তু খোদা তা'লা দুর্বলতা ঢেকে রাখেন আর স্বয়ং ফিরিশতাদের মাধ্যমে তিনি সাহায্য করেন।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ তবলীগের কাজকেই নিন। এক্ষেত্রে এই পাশ্চাত্যেই আল্লাহ্ তা'লা এমন কর্মী বাহিনী দিয়েছেন যারা এখানেই বড় হয়েছে। এমন যুবক কর্মী বাহিনী আল্লাহ্ তা'লা দান করেছেন যারা ব্যক্তিগতভাবে জ্ঞান অর্জন করার পর বিরোধীদের মুখ বন্ধ করে দেয়। তারা এমনভাবে উত্তর দেয় যে, শত্রুরা স্তম্ভিত হয়ে যায়। এছাড়া অনেক যুবক এমন আছে যাদের এমন উত্তরে বিরোধীরা লেজ গুটিয়ে পালানো ছাড়া অন্য কোন রাস্তা খুজে পায় না। সুতরাং ওহদাদার এবং কর্মকর্তাদের ধর্মের খিদমতের সুযোগকে খোদার কৃপা জ্ঞান করা উচিত। নিজের কোন অভিজ্ঞতা বা যোগ্যতাকে এর কারণ মনে করা উচিত নয়।

এরপর কর্মকর্তাদের মাঝে আরেকটি বৈশিষ্ট্য যা থাকা উচিত তা হলো, হাস্যোৎফুল্লতা এবং সুন্দর ব্যবহার করা। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا (সূরা আল্-বাকারা ২:৮৪) অর্থাৎ মানুষের সাথে কোমল আচরণ কর এবং উত্তম ব্যবহার কর। অতএব এটিও একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য যা ওহদাদার বা কর্মকর্তাদের মাঝে অনেক বেশি থাকা উচিত। যখনই অধীনস্তদের সাথে এবং সহকর্মীদের সাথে কথাবার্তা বলেন বা অনুরূপভাবে অন্যদের সাথে যখন কথা বলেন তখন তাদের এই বিষয়ে সাবধান হওয়া উচিত যে, তাদের পক্ষ থেকে যেন উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। অনেক সময় প্রশাসনিক কারণে কঠোর ভাষায় কথা বলতে হয় বা বলার প্রয়োজন দেখা দেয় কিন্তু এটি কেবল চরম পরিস্থিতিতে হতে পারে। যদি ভালোবাসার সাথে কাউকে বোঝানো হয়, কর্মকর্তা বা ওহদাদারগণ মানুষদেরকে আশ্বস্ত করা হয় যে, আমরা তোমাদের প্রতি সহানুভূতি রাখি, তাহলে শতকরা নিরানব্বই ভাগ মানুষ বিষয়টি বুঝে যায় এবং সহযোগিতায় সম্মত হয়ে যায়। এর কারণ হলো জামাতের সাথে তাদের একটা একাত্মতা আছে। কিন্তু বড় এবং গুরুত্ব পূর্ণ শর্ত হলো মানুষকে আশ্বস্ত করতে হবে যে, ওহদাদার বা কর্মকর্তা বা পদাধিকারীরা তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল। মানুষের সাথে কোমলতার সাথে কথা বলুন। কোন ভুল-ভ্রান্তির কারণে শুরুতেই এত কঠোরভাবে ধৃত করবেন না যে, অন্য ব্যক্তি নিজের অবস্থান স্পষ্ট করারই সুযোগ না পায়। হ্যাঁ, যারা ধারাবাহিকভাবে এমনটি করে থাকে, যারা বার বার ভুল করে, বার বার ফিতনা এবং অশান্তির কারণ হয়, তাদের সাথে অবশ্যই কঠোর ব্যবহার করতে হয়। কিন্তু এর জন্যও পুর্ণ তদন্ত হওয়া আবশ্যক। আর একই সাথে এই কঠোরতা যেন কোনভাবেই ব্যক্তিগত শত্রুতায় পর্যবসিত না হয় বরং যদি সংশোধনের উদ্দেশ্যে কঠোর ব্যবহার করতে হয় তবেই তা করা উচিত। মহানবী (সা.) একবার তাঁর নিজের নিযুক্ত ইয়ামেনের গভর্নরকে নসীহত করেন যে, মানুষের জন্য সহজসাধ্যতা সৃষ্টি কর, কাঠিন্য নয়, ভালবাসা এবং আনন্দের প্রসার কর, ঘৃণার বিস্তার যেন না হয়।

(মসনদ আহমদ বিন হাম্বিল, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৬৩৮)

অতএব এটি এমন নসীহত যা ওহদাদার বা কর্মকর্তা ও জামাতের সভ্য এবং সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে সৌন্দর্য সৃষ্টি করে আর এর ফলে জামাতের সদস্যদের মাঝে পারস্পরিক আবেগ অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার প্রেরণা সৃষ্টি হবে।

তাই কর্মকর্তাদের ওপর এটি অনেক বড় দায়িত্ব বর্তায়, বিশেষ করে আমীর, প্রেসিডেন্ট এবং তরবিয়ত বিভাগ ও সিদ্ধান্ত প্রদানকারী বিভাগের দায়িত্ব হলো মানুষের জন্য সহজসাধ্যতার পন্থা সন্ধান করা। কিন্তু এটিও স্মরণ রাখবেন যে, খোদার নির্দেশের গন্ডির মাঝে থেকে এই রীতি অনুসরণ করতে হবে। জগতসন্ধানীদের মত নয় যারা সহজ সাধ্যতা সৃষ্টির জন্য খোদার নির্দেশাবলীকে অবজ্ঞা করে থাকে। শরীয়তের চতুর্সীমার মাঝে থেকে, আল্লাহ্র সন্তুষ্টিকে অগ্রাধিকার প্রদান করে বান্দাদের প্রাপ্যও দিতে হবে আর নিজেদের অঙ্গীকার এবং আমানতেরও রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে।

আমি যেভাবে বলেছি যে, নিয়ম কানুন সংক্রান্ত পুস্তক সবার পাঠ করা উচিত। নিজের বিভাগ সম্পর্কিত কাজের জ্ঞান অর্জন করা উচিত। প্রত্যেক ব্যক্তির জানা উচিত যে, তার কাজের পরিসর কতটুকু। অনেক সময় অনেক কর্মকর্তা তাদের কাজের সীমা সম্পর্কেই অনবিহিত থাকে। একটি বিভাগ এমন একটি কাজ করছে নিয়ম-কানুনে যে কাজের দায়িত্ব হলো অন্য বিভাগের। অথবা অনেক সময় দু'টি বিভাগের কাজের পার্থক্য এত সূক্ষ্ম হয়ে থাকে যে, চিন্তা না করেই দু'টো বিভাগ পরস্পরের গন্ডিতে অনাধিকার প্রবেশ করা আরম্ভ করে।

সম্প্রতি এখানে যুক্তরাজ্যের মজলিসে আমেলার সাথে আমার মিটিং হয়েছে, সেখানে আমি বুঝতে পেরেছি যে, এই সূক্ষ্ম পার্থক্য না বুঝার কারণে অযথা বিতর্ক আরম্ভ হয়ে যায়। যদি বিধি-নিয়মগুলি পড়া হয় তাহলে এভাবে সময় অপচয় হওয়ার কথা নয়। যেমন তবলীগ বিভাগের তবলীগি পরিকল্পনাও হাতে নিতে হবে এবং যোগাযোগও করতে হবে আর যোগাযোগ ও সম্পর্ক রক্ষার মাধ্যমে তবলীগের কাজ প্রসারতা লাভ করবে। অনুরূপভাবে উমুরে খারেজা বিভাগও রয়েছে, তাদেরকেও যোগাযোগ করতে হয় এবং জামাতের পরিচিতি তৈরী করতে হয়। উভয়টির গন্ডি পৃথক। একটি বিভাগ তবলীগি উদ্দেশ্যে যোগাযোগ করবে আর দ্বিতীয় বিভাগটি যোগাযোগ করবে গণযোগাযোগের (Public Relation) মানসে। সম্পর্কের গন্ডিকে প্রসারিত করা হবে তাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু মূল লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য হলো জামাতের পরিচিতি এবং ধর্মের প্রতি মানুষকে পথের দিশা দেওয়া যেন মানুষকে এক আল্লাহ্র দিকে এনে তাদের ইহলোক এবং পরকালকে সুনিশ্চিত করার জন্য আমরা চেষ্টা করতে পারি। আর পৃথিবী যে শান্তির জন্য হাহাকার করছে সেদিকেও

যেন তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়। জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে কোন প্রশংষা কুড়ানো আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আসল উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ্ তা'লাকে সন্তুষ্ট করা এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করা। যদি এই বিভাগগুলো পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করে তাহলে বহুগুণ উত্তম ফলাফল আসতে পারে।

এরপর অনেক জায়গা থেকে একথাও ব্যক্ত করা হয় যে, বিভিন্ন বিভাগের বাজেট সঠিকভাবে নির্ণিত হয় না। প্রত্যেক বিভাগের বাজেট যা 'শূরা'য় পাশ হয়ে থাকে তা দেওয়া উচিত আর সংশ্লিষ্ট সেক্রেটারীর সেই বাজেট খরচের অধিকারও থাকা উচিত। হ্যাঁ, সেক্রেটারীর সারা বছরের কাজের পরিকল্পনা আমেলায় উপস্থাপন করা আবশ্যক হবে এবং সেই পরিকল্পনা অনুসারে খরচ হতে হবে আর প্রত্যেক কাজের অগ্রগতির কথা প্রত্যেক মিটিং-এ খতিয়ে দেখা উচিত আর কাজের পরিকল্পনায় যদি কোন পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় বা সেই পরিকল্পনাকে আরও উন্নত করার সুযোগ থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে তা নিয়েও চিন্তা - ভাবনা হওয়া উচিত।

এরপর আমীর, প্রেসিডেন্ট এবং জামাতী সেক্রেটারীদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো কেন্দ্র থেকে যখন কোন দিকনির্দেশনা বা সার্কুলার আসে তখন তাৎক্ষণিকভাবে পুরো মনোযোগসহকারে সেগুলোকে কাজে রূপায়িত করা উচিত এবং জামাতের মাধ্যমে করানো উচিত। কোন কোন জামাত সম্পর্কে অভিযোগ আসে যে, কেন্দ্রীয় দিক-নির্দেশনার ওপর পুরোপুরি আমল করা হয় না। কোন দিক-নির্দেশনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোন বিশেষ দেশ বা জামাতের দেশীয় কোন কারণে যদি কোন জটিলতা থাকে তাহলেও তাদের তাৎক্ষণিকভাবে কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ করে পরিস্থিতি অনুসারে পরিবর্তনের প্রস্তাব করা উচিত। আর এটি জামাতের আমীর বা প্রেসিডেন্টের কাজ। কিন্তু নিজের বুদ্ধি প্রয়োগ করে সেই দিক নির্দেশনাকে ধামাচাপা দিয়ে রাখা, আর তার ওপর আমল না করিয়ে কেন্দ্রকেও অন্ধকারে রাখা কোনভাবেই যুক্তিসঙ্গত নয়। কোন আমীর বা প্রেসিডেন্ট-এর এমন আচরণ কেন্দ্রের প্রতি অবজ্ঞাসূচক আচরণ হিসেবে গণ্য হবে। আর এ প্রসঙ্গে কেন্দ্র তখন ব্যবস্থাও নিতে পারে।

মুসী বা ওসীয়্যতকারীদের সম্পর্কেও আমি বলতে চাই যে, ওসীয়্যতকারীদের প্রথম কথা হিসেবে স্মরণ রাখা উচিত যে, নিজেদের চাঁদা নিয়মিত প্রদান করা বা এর হিসাব রাখা প্রত্যেক মুসীর ব্যক্তিগত দায়িত্ব। কিন্তু কেন্দ্রীয় অফিস এবং সংশ্লিষ্ট সেক্রেটারীরও দায়িত্ব হলো প্রত্যেক মুসীর হিসাব সম্পূর্ণ রাখা আর প্রয়োজনে তাদেরকে তাদের চাঁদার প্রকৃত পরিস্থিতি সম্পর্কেও স্মরণ করানো উচিত। দেশীয় কেন্দ্রের কাজ হলো স্থানীয় জামাতের সেক্রেটারীদেরকে সক্রিয় করা যেন প্রত্যেক মুসীর সাথে তাদের যোগাযোগ থাকে। অনেক সময় দেখা গেছে যে, কোন বিষয়ে কোন ব্যক্তি সম্পর্কে রিপোর্ট চেয়ে পাঠানো হয় আর সেই ব্যক্তি ওসীয়্যতকারী হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে রিপোর্টে লিখে দেওয়া হয় যে, এই ব্যক্তি এত দিন থেকে ওসীয়্যতের চাঁদা দেয় নি। যখন জিজ্ঞেস করা হয় যে, ওসীয়্যতের চাঁদা যদি না দিয়ে থাকে তাহলে তার ওসীয়্যত কিভাবে বহাল রইল? তদন্তে প্রকাশ পায় যে, ওসীয়্যতকারীর কোন দোষ ছিল না। সে চাঁদা দিয়েছে ঠিকই কিন্তু যারা রেকর্ড রাখে তারা অফিসে সঠিক রেকর্ড রাখে নি। এমন রিপোর্ট বিনা কারণে ওসীয়্যতকারীর জন্য উদ্বেগ ও অস্বস্তির কারণ হয়। দ্বিতীয়ত জামাতি ব্যবস্থাপনার দুর্বলতারও নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। এখন সঠিক হিসাবের ব্যবস্থা রয়েছে, কম্পিউটারাইজড সিস্টেম রয়েছে। সব কিছু এখন নিয়মতান্ত্রিক। এখন এমন ভুল-ভ্রান্তি হওয়া উচিত নয়। সব দেশের সেক্রেটারী ওসীয়্যত এবং সেক্রেটারী মালের উচিত দেশের সকল সেক্রেটারী মাল এবং সেক্রেটারী ওসীয়্যতকে সক্রিয় করা আর জামাতের আমীরদেরও কাজ হলো বিভিন্ন সময় এই বিষয়টি খতিয়ে দেখা। শুধু চাঁদা একত্রিত করা আর এরপর এর রিপোর্ট দেওয়াই তাদের কাজ নয় বরং এই ব্যবস্থাপনাকে, এই সিস্টেমকে নির্ভরযোগ্য করে তোলা আর কেন্দ্র এবং স্থানীয় জামাতগুলোর মাঝে সুদৃঢ় যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত করাও আমীরদের কাজ।

অনুরূপভাবে মুবাল্লেগীন এবং মুরব্বীদের প্রেক্ষাপটেও আমি একটি কথা বলতে চাই যে, কোন কোন স্থানে জামাতের মুরব্বী এবং মুবাল্লিগদের রীতিমত মিটিং হয় না। মুবাল্লিগ ইনচার্জ রীতিমত মিটিং করার জন্য দায়ী হবেন। জামাতী, তরবিয়তী ও তবলিগী কাজেরও সঠিক চিত্র তাদের সামনে থাকা চাই। কেউ যদি ভাল কাজ করে তাহলে তার সম্পর্কে সেখানে মত বিনিময় হওয়া উচিত এবং সেই উৎকৃষ্ট কাজের জন্য অনুসৃত রীতি থেকে যেন অন্যরাও উপকৃত হতে পারে সেই ব্যবস্থাও গ্রহণ করা উচিত। অনুরূপভাবে জামাতের সেক্রেটারীরা বিভিন্ন জামাতকে যে দিক-নির্দেশনা দেয় বা কেন্দ্র থেকে বিভিন্ন জামাতকে যে দিকনির্দেশনা পাঠানো হয় সে সম্পর্কেও রিপোর্ট দিন। মুরব্বীদের এটিও দেখা উচিত যে, সব জামাতে এই প্রেক্ষাপটে কতটা কাজ হয়েছে। যেখানে সেক্রেটারীরা সক্রিয় নয়, বিশেষ করে তবলীগ, তরবিয়ত এবং আর্থিক বিষয়ে সক্রিয় নয় সেখানে মুরব্বী/মুয়াল্লেমদের উচিত তাদের স্মরণ করানো।

আল্লাহ্ তা'লা সমস্ত কর্মকর্তাদের তৌফিক দিন, আগামী তিন বছরের জন্য আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে খিদমতের যে সুযোগ করে দিয়েছেন সে ক্ষেত্রে তারা যেন নিজেদের সকল শক্তি-সামর্থ্য ও যোগ্যতাকে কাজে লাগিয়ে দায়িত্ব পালন করতে পারে। নিজেদের প্রতিটি কথা এবং কর্মের ক্ষেত্রে জামাতের জন্য তারা যেন অনুকরণীয় আদর্শ হতে পারে।

নামাযের পর আমি একটি গায়েবানা জানাযা পড়াব যা মোহতরমা সাহেবযাদী তাহেরা সিদ্দিকা সাহেবার যিনি মির্যা মুনীর আহমদ সাহেব-এর স্ত্রী। ২০১৬ সনের ১৩ই জুলাই সন্ধ্যা ৬টায় তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন। إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ তিনি হযরত নওয়াব আব্দুল্লাহ্ খান সাহেব এবং নওয়াব আমাতুল হাফিয বেগম সাহেবার ঘরে জন্ম গ্রহণ করেন। হযরত নওয়াব মোহাম্মদ আলী খান সাহেবের পৌত্রী এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দৌহিত্রী ছিলেন। আর হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব-এর পুত্র বধু। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে তিনি ওসীয়্যতকারিনী ছিলেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৫ বছর । তিনি কাদিয়ানে মেট্রিক পর্যন্ত প্রাথমিক পড়ালেখা করেন। হযরত আম্মাজান (রা.) তাঁকে কন্যা হিসেবে পালন করতেন। বিশেষ স্নেহ এবং ভালবাসার সম্পর্ক ছিল তার সাথে। জেহলামে জনাব সাহেবযাদা মির্যা মুনীর আহমদ সাহেব-এর সাথেই ছিলেন। জেহলামে জনাব মুনীর আহমদ সাহেবের চিপ বোর্ড ফ্যাক্টরী ছিল যা কয়েক মাস পূর্বে অগ্নি সংযোগ করে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। মরহুমা লাজনার প্রেসিডেন্ট হিসেবেও সেখানে কাজ করেছেন। ১৯৭৪ সালে যখন সেখানে দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয় তখন জেহলামের জামাতের বিরাট অংশ চিপ বোর্ড ফ্যাক্টরীতেই আশ্রয় নিয়েছিল। তিনি জামাতের সদস্যদের সেই যুগে খুব সুন্দর আতিথ্য করেন। তার এক কন্যা আমাতুল হাসীব বেগমের বিয়ে হয়েছে জনাব মির্যা আনাস আহমদ সাহেবের সাথে যিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহ.)-এর পুত্র। আরেক পুত্রের নাম হলো মির্যা নাসির আহমদ সাহেব যিনিজেহলামের আমীরও ছিলেন। ফ্যাক্টরীর ঘটনার পর তাকে জেহলাম ছাড়তে হয়েছে। মির্যা সাফির আহমদ সাহেব যিনি খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহ.)-এর জামাতা তিনিও তার পুত্র। মরহুমা খুবই উন্নত স্বভাবের অধিকারিণী, হাসি-খুশী ও মিশুক প্রকৃতির ছিলেন। ধৈর্য্যশীলা, কৃতজ্ঞ, ইবাদতগুজার মহিলা ছিলেন। খিলাফতের সাথে সুগভীর সম্পর্ক ছিল। বিভিন্ন আর্থিক তাহরীকে উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে অংশ নিতেন। আতিথেয়তার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল। জামাতের ব্যবস্থাপনা এবং জামাতের জন্য গভীর আত্মাভিমান রাখতেন। জামাতের ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে বা খিলাফতের বিরুদ্ধে কেউ কথা বললে তাৎক্ষণিকভাবে তাকে বাধা দিতেন। আমি যেভাবে বলেছি হযরত আম্মাজান তাকে কন্যা হিসেবে পালন করেছিলেন। হযরত আম্মাজান নিজের বিয়ের এবং ব্যক্তিগত অনেক জিনিস তাকে দিয়ে গেছেন যাতে হযরত আম্মাজানের নামও অঙ্কিত আছে।

আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার পদমর্যাদা উন্নীত করুন। তার প্রতি মাগফিরাত করুন, তাঁর প্রতি দয়া প্রদর্শন করুন। তাঁর সন্তান-সন্ততিকেও তার পুণ্যের ওপর পরিচালিত হওয়ার তৌফিক দিন এবং সব সময় খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত রাখুন। (আমীন)

দুয়ের পাতার পর.....

ঐশী জলসার উদ্দেশ্যে যাত্রা অবলম্বন করেছে, খোদা তা'লা তার সঙ্গী হোক, তাকে মহান প্রতিদানে ভুষিত করুক এবং তার উপর করুণা করুক। ... হে মহাসম্মানিত ও দয়ালু এবং সকল সমস্যা নিরসনকারী খোদা! এই সমস্ত দোয়া কবুল কর, এবং আমাদেরকে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীর সহকারে বিরোধীদের উপর জয়যুক্ত কর। কেননা তুমিই সকল শক্তির আধার। আমীন॥

(ইশতেহার, ৭ ডিসেম্বর, ১৮৯১)

আল্লাহ তা'লা এই জলসা সালানাকে আযীমুশশান সফলতা দান করুক এবং আপনাদের সকলকে তাকওয়া ও আধ্যাত্মিতায় উন্নতি করার তৌফিক দান করুক। আমীন॥

ওয়াস্সালাম
খাকসার
মির্যা মাসরূর আহমদ
খলীফাতুল মসীহ আল-খামেস

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9915865619
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

Title Code: PUNBEN00001
সাপ্তাহিক বদর
কাদিয়ান
The Weekly **BADAR** Qadian
Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516
Vol. 1 Thursday, 18th Aug, 2016 Issue No. 24

MANAGER
NAWAB AHMAD
Mob: +91 9417020616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com
SUBSCRIPTION
ANNUAL : Rs. 300/-

ওসীয়তঃ বিশ্বের দারিদ্র বিমোচনের ঐশী ব্যবস্থা

(শেষ ভাগ, সংখ্যা ১৯-এর পর)

এই আপত্তি উত্থাপন করা যেতে পারে যে, আমরা একটি ছোট জামাত আর এ ব্যবস্থার প্রত্যাশাসমূহ আমাদের হাতে বাস্তব রূপ লাভ করবে এটি একটি বৃথা কল্পনা। এ বিষয়ে আমার উত্তর এই ,এটি আমাদের দৃঢ় বিশ্বাসের অংশ যে, আমাদের সিলসিলার বিস্তার খোদা তা'লা কর্তৃক অবধারিত। ইলহাম ও ঐশী প্রতিশ্রুতির আলোকে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, অর্ধ শতাব্দী বা এক শতাব্দীকালের মধ্যে আহমদীয়াত নিশ্চিতভাবে প্রাধান্য লাভ করবে। আমরা একই দৃঢ়তার সাথে এ-ও বিশ্বাস করি, সেই ব্যবস্থা যার ভিত্তি হযরত মসীহ মওউদ (আ.) রচনা করেছিলেন তা সফলভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে বাধ্য। আসমান যমীন ওলট-পালট হতে পারে , কিন্তু খোদা তা'লার বাক্য অপূর্ণ থাকতে পারে না।

কখনো কখনো এ আপত্তি উঠানো হয়, আমাদের জামাতের অগ্রগতি এত ধীর যে কবে এ বিশ্ব ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা পাবে তা কল্পনা করা সম্ভব নয়। এর উত্তর হল, যে কাঠামো দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, অচিরেই তা ভূলুণ্ঠিত হয়। তড়িঘটি করে যেসব সামাজিক বা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পক্ষে আজ কাল প্রচার করা হচ্ছে অচিরেই তা নিঃশেষ হয়ে যাবে। একমাত্র সে ব্যবস্থাই টিকে থাকব যা মানুষের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সহযোগিতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। ঘাস আজ হয় কাল শুকিয়ে যায়। কিন্তু ফলদায়ী বৃক্ষ বড়ে হতেও সময় লাগে এবং এরপর দীর্ঘদিন টিকে থাকে। আমাদের জামাত যত বাড়বে এ ব্যবস্থাও তত বৃদ্ধি লাভ করবে। মসীহ মওউদ (আ.) আল ওসীয়্যতে বলেছেন:

"মনে করিও না যে, ইহা কেবল কল্পনাতীত কথা বরং ইহা সেই সর্বশক্তিমানের অভিপ্রায় যিনি আকশ ও পৃথিবীর বাদশাহ্ । এই বিষয়ে আমি চিন্তিত নহি যে, এই অর্থ কিরূপে সংগৃহীত হইবে এবং এরূপ জামাত কিরূপে সৃষ্টি হইবে যাহারা ঈমানে উদ্দীপ্ত হইয়া এমন বীরত্বপূর্ণ ক্রিয়া সম্পাদন করিবে। বরং আমার চিন্তা এই আমাদের সময়ের পরে যাহাদের হস্তে এই অর্থ সোপর্দ করা হইবে তাহারা অর্থ প্রাচুর্য দেখিয়া হোঁচট না খায় এবং সংসার প্রেমে নিমজ্জিত না হয়। তাই আমি দোয়া করিতেছি, সর্বদাই যেন এই সিলসিলা এমন সব বিশ্বস্ত ব্যক্তি লাভে সমর্থ হয় যাঁহারা খোদার জন্য কাজ করিবেন। অবশ্য যাহাদের জীবিকার কোন সংস্থান নাই তাহাদের সাহায্যস্বরূপ খরচ ইহা হইতে দেওয়া যাইতে পারে।"

অন্য কথায় সবার সংস্থান হওয়ার জন্য যথেষ্ট অর্থ থাকবেনা তাঁর এমন কোন শংকা ছিল না। তিনি নিশ্চিত ছিলেন, বিশাল অংকের অর্থ ও অনেক সম্পদ একত্র হবে। যে বিষয়ে তিনি শংকিত ছিলেন তা এই, যাদের উপর এই তহবিলের ভার ন্যস্ত হবে তারা হয়তো প্রলুব্ধ হয়ে পড়তে পারেন এবং এমন উদ্দেশ্যে একে ব্যয় কতে পারেন যা করা উচিত নয়। আর যেসব উদ্দেশ্যে একে নিয়োজিত করা উচিত সেগুলি অবহেলিত ফেলে রাখতে পারেন। সুতরাং মসীহ মওউদ (আ.) স্বয়ং প্রশ্ন উত্থাপন করে এর উত্তর দিয়ে গেছেন। লোকে বলে কোথা থেকে এত টাকা আসবে? তিনি বলেন, আসবে এটা সুনিশ্চিত। তাঁর ভয় এটিই, লোকে এ অর্থে না আবার লোভে পতিত হয়। তিনি নিশ্চিত, অর্থ সম্পদ লাখ কোটিতে আসবে। এমনভাবে যে কোন রাষ্ট্র, মার্কিন, রুশ, ইংরেজ, জার্মান, ইতালী বা জাপান - কোন দিন এত সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করে নি। তাঁর শঙ্কা যে এটি আমাদের অসততায় লিপ্ত করতে পারে। সুতরাং কিভাবে এ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে তিনি আমাদের এ নিয়ে উদ্বিগ্ন হতে নিষেদ করেছেন। বরং আমরা নিজেদের যেন এ ভার নেওয়ার যোগ্য করে গড়ে তুলতে তৎপর হই। তিনি আমাদের আশ্বস্ত করেছেন, বিশাল অর্থ সম্পদের ভার আমাদের উপর ন্যস্ত হতে চলেছে এবং আমাদের উচিত নিজেদের প্রশিক্ষিত করে সেভাবে গড়ে তোলা যেন মানব কল্যাণে এ তহবিলের সদ্ব্যবহার করতে পারি।

তবে যেমনটি আমি ইঙ্গিত দিয়েছি, এ পরিকল্পনা ফলপ্রসু হতে সময়ের প্রয়োজন। এতে ততদিন অপেক্ষা করতে হবে যতদিন না বিশ্বের বড় অংশ আহমদীয়অত গ্রহণ করে নেয়। আমাদের বর্তমান (১৯৪২ সাল) আয় তো আমাদের কেন্দ্রও সুচারুরূপে পরিচালনা হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। খোদা তা'লা এজন্য আমার অন্তরে তাহরীকে জাদীদের ধারণা ফুঁকে দিয়েছেন যা আহমদীয়াতের প্রচার ব্যপকতর করার জন্য একটি কেন্দ্রীয় তহবিল প্রতিষ্ঠার মাধ্যম। সুতরাং তাহীকে জাদীদ খোদা তা'লার সমীপে একটি প্রতীকি নিবেদন। এর মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে, আল-ওসীয়্যতের উপর ভিত্তি করে একটি সার্বজনীন নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সময় এখনো পরিপক্ক হয় নি। সুতরাং আমরা আর একটি ক্ষুদ্র মডেল তাহরীকে জাদীদের মাধ্যমে স্থাপন করছি। যতদিন আল-ওসীয়্যত ভিত্তিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত না হচ্ছে ততদিন তাহরীকে জাদীদের মাধ্যমে সংগৃহীত তহবিলকে আমরা আহমদীয়াতের প্রচারে ব্যয় করতে পারি। আর এটাই বিস্তৃততার পরিসরে আল-ওসীয়্যতের উদ্দেশ্যাবলী বাস্তবায়নের পথ রচনা করবে।

এটা স্পষ্ট, আহমদীয়াত যতই বিস্তার লাভ করবে আল-ওসীয়্যত ভিত্তিক ব্যবস্থা ততই বৃহৎ থেকে বৃহত্তর পরিধি ধারণ করবে এবং জাতীয় তহবিল ক্রমাগত শক্তিশালী হতে থাকবে। সব কিছুরই অগ্রগতি শুরুতে ধীর থাকে। এরপর শীঘ্রই এতে গতি সঞ্চারিত হয়। এটা সত্য, এ মুহূর্তে ওসীয়্যতের মাধ্যমে সংগৃহীত তহবিল খুব একটা বড় কিছু নয়। কিন্ত আহমদীয়াতের প্রসার যতই তরান্বিত হবে এ তহবিলও বৃদ্ধি পেতে থাকবে। স্বাভাবিকভাবেই জ্যামিতিক হারে এটি বৃদ্ধি পাবে এবং এর ফলস্বরূপ নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার পূর্ণ প্রতিষ্ঠার দিন ক্রমেই নিকট থেকে নিকটতর হতে থাকবে।

সারকথা এই আল-ওসীয়্যতের ব্যবস্থা এর নিজ সত্তায় ইসলামের পূর্ণাঙ্গ সামাজিক ও অর্থনৈতি ব্যবস্থাকে ধারণ করে। যারা মনে করেন, আল-ওসীয়্যতের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত তহবিল কেবলমাত্র ইসলামের আক্ষরিক অর্থে তবলীগের জন্যই ব্যবহার করা যাবে তারা ভ্রান্তিতে আছেন। এটি সঠিক নয় আল-ওসীয়্যতের গন্ডীতে আক্ষরিক অর্থে তবলীগি প্রচেষ্টা এর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এর পাশাপাশি সেই ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠাও এর অংশ। এর অধীনে প্রত্যেক ব্যক্তির চাহিদা মর্যাদাপূর্ণভাবে পুরণ করা হবে। যখন এ ব্যবস্থা পরিপক্কতায় পৌঁছাবে তখন এটি কেবল তবলীগি কার্যক্রমেরই অর্থ সংস্থান করবে না, বরং প্রত্যেক ব্যক্তির প্রয়োজন যথাযথভাবে পুরণের মাধ্যমে অভাব-অনটন ও দুঃখ-দুর্দশাকে নির্মুল করতে ভুমিকা রাখবে। এতীমকে ভিক্ষা করতে হবে না। বিধবাকে দানের জন্য হাত পাততে হবে না। অভাবগ্রস্থকে উৎকণ্ঠায় দিনাপিতপাত করতে হবে না। এ সমাজ ব্যবস্থা শিশুদের মাতৃতুল্য হবে। সব সমাজের জন্য পিতৃতুল্য হবে। আর নারী জাতিকে নিরাপত্তা প্রদান করবে। এ ব্যবস্থার অধীনে, বল প্রয়োগ বা বাধ্য হয়ে নয় বরং প্রকৃত ভালবাসা ও সহানুভূতি থেকে এক ভাই তার নিজ ভাইয়ের পাশে দাঁড়াতে উদগ্রীব থাকবে। আর এ কুরবানীও বৃথা যাবে না। প্রত্যেক দাতাকে খোদা তা'লা বহুগুণে তা পুষিয়ে দিবেন। ধনীরাও ক্ষতিগ্রস্থ হবে না। গরীবরাও অপমানিত বোধ করবে না। এক জাতি অপর জাতির বিরুদ্ধে লড়বে না। এক শ্রেণী অপর শ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে না।

আমি আপনাদের নিশ্চয়তা দিচ্ছি, মিঃ চার্চিল বা মিঃ রুসবেল্ট নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার উদ্বোধন করবেন না, আর আটলান্টিক সনদের ন্যায় ঘোষণাপত্রসমূহও কোন উদ্দেশ্য সাধনে সফল হবে না। এগুলো ত্রুটি-বিচ্যুতিতে পরিপূর্ণ। নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা সব সময় খোদা তা'লার প্রেরিত নবীদের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। তাদের ধনীদের প্রতিও কোন তিক্ততা থাকে না। আর গরীবদের জন্য পক্ষপতিত্ব থাকে না। তারা প্রাচ্যেরও নয় এবং প্রাশ্চাত্যেরও নয়। তারা আল্লাহর রসুল হিসেবে সেই শিক্ষার ঘোষনা দেন যা প্রকৃত শান্তির ভিত রচনা করে। আজও শান্তি কেবলমাত্র মসীহ মওউদ (আ.)-এর শিক্ষার অনুসরণেই প্রতিষ্ঠিত হবে। এর ভিত্তি ১৯০৫ সনে আল-ওসীয়্যতে রাখা হয়েছিল। আমাদের সবার আল-ওসীয়্যতের তাৎপর্য অনুধাবন করা উচিত।

আপনাদের মাঝে যারা ইতিমধ্যে আল-ওসীয়্যতে প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসারে ওসীয়্যত করেছেন তারা নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার ভিত্তি রচনায় অংশগ্রহণ করেছেন। সেই বিশ্ব ব্যবস্থা যা এতে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক ব্যক্তির নিরাপত্তা বিধান করবে, এমনকি তার পরিবার ও তার উত্তরসূরীদেরও। আপনাদের মাঝে যারা তাহরীকে জাদীদে অংশ নিয়েছেন, তা কেবল এর সফলতার জন্য দোয়া করার মাধ্যমেই হোক না কেন, তারা আল-ওসীয়্যতের ব্যবস্থাকে ব্যপকতর করতে সহায়তা করছেন। ধর্মকে নিঃশেষ করে বিশ্ব এক নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চায়। তাহরীকে জাদীদ ও আল-ওসীয়্যতের মাধ্যমে আপনারা ধর্মের মর্যাদা সমুন্নত রেকে এক উন্নততর বিশ্ব ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করবেন। কিন্তু আপনাদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে অগ্রসর হতে হবে। কেননা, এ দৌড়ে যে অপরকে পিছনে ফেলবে সে বিজয় লাভ করবে। সুতরাং আপনাদের সবারই এ ব্যবস্থায় নিজ ওসীয়্যত করে ফেলা উচিত যেন নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা যথা সম্ভব শীঘ্র প্রকাশিত হয়। আর সেই শুভ দিন যেন শীঘ্র উপস্থিত হয় যেদিন সর্বত্র ইসলাম ও আহমদীয়াতের পতাকা উড্ডীন থাকতে দেখা যাবে। যারা ইতিমধ্যে ওসীয়্যত করেছেন তাদের আমি আমার অভিনন্দন জানাচ্ছি আর যারা করেন নি তাদের জন্য দোয়া করছি যেন খোদা তা'লা এ সামর্থ্য তাদের দান করেন। যার ফলস্বরূপ তারা ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণে ভুষিত হন। আমি আরো দোয়া করি, এই ব্যবস্থা মানবজাতির জন্য এতটা কল্যাণপ্রদ হয় যে, তারা স্বীকার করতে বাধ্য হয়, এই অজ পাড়া গাঁ কাদিয়ান থেকে এক জ্যোতি প্রকাশিত হয়েছে এটা বিশ্বের অন্ধকার দূরীভুত করেছে এবং একে সত্য জ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত করেছে। দুঃখ-যাতনাকে বিলুপ্ত করেছে। আর ধনী-দরিদ্র, উঁচু-নিচুর প্রীতি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সহাবস্থানকে সম্ভব করেছে। আমীন৷৷

(চয়ন ও অনুবাদ: ড: আব্দুল শামস্ বিন তারিক)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of the Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir